দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 02 DEC 1996
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

০৫

# ঠাকুরগাঁওতে ১৭৫টি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

## শুরু থেকেই সরকারী অনুদান থেকে বঞ্চিত

ঠাকুরগাঁও, ১ ডিসেম্বর (জেলা সংবাদদাতা) ঃ ক্ষমতাসীন সরকার পতিত সরকারকে দোষারোপ করার প্রথা এদেশে নতুন কিছু নয়। কিন্তু এসব দোষ খুঁজতে গিয়ে এদেশের নিরীহ মানুষকে চরম মূল্য দিতে হচ্ছে। এদেশের গ্রামে-গঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনসাধারণের দানকৃত জমিতে শত শত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর এসব প্রতিষ্ঠান একাডেমিক স্বীকৃতি পাবার যোগ্যতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন পরিদর্শনের মুখোমুখি হতে হয় ছাত্রম শিক্ষক, অভিভাবক ও ম্যানেজিং কমিটিকে। আর এসব পরিদর্শন ও রিপোর্ট পেশ করেন সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ। কোনো কর্মকর্তা অবৈধভাবে কোনো রিপোর্ট একাডেমিক স্বীকৃতির অনুকূলে পেশ করার জন্য কোনো রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী বা সংসদ সদস্যের চাপের শিকার হয়নি। সাবেক বিএনপি সরকারের সময়েও কোনো কর্মকর্তা বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সপক্ষে পরিদর্শন রিপোর্ট না দেয়ার জন্য চাকরিও হারায়নি।

বেসরকারী নিম্ন-মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, কলেজ, মাদ্রাসার একাডেমিক স্বীকৃতির পূর্বশর্ত হচ্ছে জেলা প্রশাসকের পরিদর্শন রিপোর্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির অনুকূলে থাকতে হবে। তবেই সেই প্রতিষ্ঠান একাডেমিক স্বীকৃতি পাবার উপযুক্ত হবে। জেলা প্রশাসকগণ সংশ্লিষ্ট থানা নির্বাহী কর্মকর্তাদের মাধ্যমে এবং সরাসরি পরিদর্শনের মাধ্যমে একাডেমিক স্বীকৃতির জন্য রিপোর্ট পেশ করার সরকারী নীতিমালা রয়েছে।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ একাডেমিক স্বীকৃতি পাবার পরেও বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দু'বার ঐসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশনামা জারি করেছে। প্রথমে জুলাই '৯৬ মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে জেলা শিক্ষা অফিসারকে রিপোর্ট পেশ করার জন্য বলা হয়। সেই মোতাবেক জেলা শিক্ষা অফিসারগণ মহাপরিচালকের নিকট রিপোর্ট পেশ করেন। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনামা স্মারক নং-৪/১০/এম-৮/৯৬/৩৫৫(৬৪-শিক্ষা) তাং ১৯-১০-৯৬ মন্ত্রণালয় গত ৫ নভেম্বর '৯৬ তারিখের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের নির্দেশ প্রদান করেছে।

প্রত্যেক জেলা প্রশাসক তাদের স্ব-স্ব এলাকায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশে তথ্য সংগ্রহ করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে যে তথ্য জানতে চেয়েছে, তা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা বেতনের সরকারী অংশ শতকরা ৮০ ভাগ পাওয়ার যোগ্যতা রাখে কি-না? সরকারী অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার কাগজপত্র ঠিক আছে কি-না, প্রতিষ্ঠানটি অনুদান পাবার যোগ্যতা অনুযায়ী ভবন রয়েছে কি-না ইত্যাদি বিষয় তদন্ত করতে বলা হয়েছে।

কিন্তু এসব বিষয় একাডেমিক স্বীকৃতির সময় জেলা প্রশাসকরা সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রতিবেদন প্রেরণ করে থাকেন। যার দরুন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো একাডেমিক স্বীকৃতি লাভ করেছে।

এ যাবত ঠাকুরগাঁও জেলায় ১৪৯টি মাধ্যমিক, ১০৮টি নিম্ন-মাধ্যমিক ও ৭৬টি মাদ্রাসা একাডেমিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। এতকিছুর পরেও এ জেলায় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ৭৫টি মাধ্যমিক, ৬০টি নিম্ন-মাধ্যমিক ও ৪০টি মাদ্রাসা সরকারী শতকরা ৮০ ভাগ বেতন ভাতার অংশ পাচ্ছে না। এসব স্কুল-মাদ্রাসার ২ হাজার ৫শ' জন শিক্ষক-কর্মচারী মানবেতর জীবনযাপন করছে। প্রকৃতপক্ষে জনগণের প্রদত্ত বেতনের অংশ দিয়ে কোনো শিক্ষক-কর্মচারী চলতে পারে না।